220511 - কয়িামতরে দনিরে ধারাবাহকি ঘটনাবলী

প্রশ্ন

কয়িামতরে দনিরে ঘটনাবলী কি ধারাবাহকিভাবে বন্যিাস করা সম্ভব? ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটবে: প্রথমে পুনরুত্থান, তারপর পঞ্চাশ হাজার বছর অপক্ষো, হাউযে উপস্থতি, হাশর, হসিাবরে জন্য আমল পশে, হসিাব-নকিাশ, কাফরেদরে জাহান্নামে প্রবশে, মুসলমি ও মুনাফকিদরে পুলসরিাত অতক্রিম, বান্দাদরে পারস্পরকি জুলুমরে কসিাস বা প্রতশিোধ গ্রহণ, জান্নাত। পুলসরিাত পার হওয়ার সময় যে ব্যক্তি জাহান্নামে পড়ে যাবে সে হয়তো এমন মুনাফকি হবে যে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী অথবা এমন পাপী মুসলমি যে তার পাপরে মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি পাবে। এই ধারাবাহকিতা কি সঠকি? আমি একজন শাইখরে মুখে শুনছে যি মৃত্যুর সময় দু'জন শয়তান তার বাবা-মায়রে আকৃতি ধারণ করে বসে থাকে। তারা তাকে ইহুদি ও খ্রষ্টিান ধর্ম অনুসরণরে নর্দিশে দয়ে। এই হাদীস কি সহীহ?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

কয়িামতরে দনিরে ধারাবাহকি ঘটনাবলী:

পুনরুত্থান ও মানুষদরে হাশররে মাঠে গমন
হাউয ও তা থকেে মুমনিদরে পান করা
হসিাব ত্বরান্বতি করার জন্য বৃহত্তর সুপারশি (শাফায়াত)
আমল পশে ও প্রাথমকি হসিাব
আমলনামা উড়ে যাওয়া ও তা পড়া
মীযান
পুলসরিাত অতক্রিম
জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবশে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কয়িামতরে দনিরে ধারাবাহকি ঘটনাবলী

মুহাক্ককি আলমেদরে মতে কয়িামতরে দনি যা ঘটবে তার ধারাবাহকিতা নম্নিরূপ:

১. মানুষরে পুনরুত্থান করা হবে। তখন সবাই কবর থকেে উঠে হাশররে মাঠে যাবে। তারপর তারা হাশররে মাঠে দীর্ঘ সময় দাঁড়য়িে থাকবে। এখানে তাদরে ভয়াবহ অবস্থা হবে ও তীব্র পপিাসা লাগবে। এ সময় তারা প্রচণ্ড ভয়রে মধ্যে থাকবে। একদকিে দীর্ঘ সময় দাঁড়য়িে থাকা, হসিাব গ্রহণরে ব্যাপারে তারা নশ্চিতি থাকা এবং আল্লাহ তাদরে উপর আরও যা ঘটাবনে সে সব কারণে।

২. দীর্ঘ সময় দাঁড়য়িে থাকার পর মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জন্য সর্বপ্রথমে তার হাউয উত্থাপন করবনে। রাব্বুল আলামীনরে জন্য দাঁড়য়িে থাকা যখন তাদরে জন্য কঠনি হয়ে পড়বে, এমন এক দনিে যে দনিরে দর্ৈঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তখন কয়িামতরে ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাউয পশে করা হবে। যে ব্যক্তি তার সুন্নতরে উপর মারা যাবে, কোনো কছিু বদলাবে না, কোনো কছিু নব-উদ্ভাবন করবে না, কোনো কছিুর পরবির্তন করবে না, সে হাউযে আসবে এবং তাকে সখোন থকেে পান করানো হবে। সদেনি ব্যক্তরি প্রথম নরিাপত্তা হবে আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাউয থকেে পানি পান করা। এরপর সকল নবীর হাউয উত্থাপন করা হবে। প্রত্যকে (নবীর) উম্মতরে নকেকার ব্যক্তরিা সইে নবীর হাউয থকেে পানি পান করবে।

৩. এরপর মানুষ লম্বা সময় দাঁড়য়িে থাকবে। তারপর বৃহত্তর শাফায়াত ঘটবে, যটেি হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে শাফায়াত। যাতে করে মহান আল্লাহ সৃষ্টকিুলরে হসিাব দ্রুত শুরু করনে। এ প্রসঙ্গে প্রসদ্ধি দীর্ঘ হাদীসে আছে: তারা আদমরে কাছে এটি চাইবে। তারপর নূহরে কাছে এবং তারপর ইব্রাহীমরে কাছে। এভাবে শষে পর্যন্ত যতে যতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে বলবে: 'হে মুহাম্মাদ! তারপর তারা তাঁর কাছে নজিদেরে পরস্থিতিরি উল্লখে করবে। তারা তাঁর কাছে বলবে যনে তনিি আল্লাহর কাছে অবলিম্বে হসিাব গ্রহণ শুরু করার মাধ্যমে মানুষকে কঠনি পরস্থিতি থকেে মুক্তি দওেয়ার জন্য প্রার্থনা করনে। লোকরো যখন বলবে: আপনার রবরে কাছে আমাদরে জন্য সুপারশি করুন, তখন তনিি বলবনে: "আমইি এই কাজরে জন্য। আমইি এই কাজরে জন্য।" তারপর তনিি আরশরে কাছে এসে সজিদায় লুটয়িে পড়ে আল্লাহর এমন কছিু প্রশংসা করবনে যগেুলো আল্লাহ তাকে শখিয়িে দবিনে। এরপর তাকে বলা হবে: "মুহাম্মাদ, তুমি তোমার মাথা তোল। তুমি চাও, তোমাকে দওেয়া হবে। তুমি সুপারশি করো, তোমার সুপারশি গ্রহণ করা হবে।" নবীজরি বৃহত্তম সুপারশি (শাফায়াত) হবে অবলিম্বে হসিাব শুরু করার জন্য।

৪. এরপর আমলসমূহ পশে করা হবে।

৫. আমলসমূহ পশে করার পর হসিাব করা হবে।

৬. প্রাথমকি হসিাবরে পর আমলনামার পাতাসমূহ উড়তে থাকবে। প্রাথমকি হসিাব আমল পশেরে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ এ সময় তর্ক-বতির্ক হবে, অনকে ওজর-আপত্তি পশে করা হবে। তারপর আমলনামার পাতাসমূহ উড়তে থাকবে। ডানপন্থীদরেকে ডান হাতে আমলনামা দওেয়া হবে। বামপন্থীদরেকে বাম হাতে আমলনামা দওেয়া হবে। তারপর আমলনামা পড়া হবে।

৭. আমলনামা পড়ার পর আবার হসিাব করা হবে যাতে কোনো ওজর বা কফৈয়িতরে সুযোগ না থাকে এবং আমলনামায় থাকা সব কছিু পড়ার মাধ্যমে প্রমাণ প্রতষ্ঠিতি হবে।

৮. তারপর মীযানে আনা হবে। মীযানে আমরা যগেুলোর কথা উল্লখে করছে িসগেুলো মাপা হবে।

৯. মীযানে মাপার পর মানুষ নানা দলে ও গ্রুপে বভিক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যকে শ্রণেীর মানুষ তার স্বশ্রণেীর সাথে। নবীদরে পতাকাসমূহ উত্তোলন করা হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে পতাকা, ইব্রাহীমরে পতাকা, মুসার পতাকা—এভাবে শষে পর্যন্ত। মানুষরে প্রকারভদেে তারা পতাকাতলে বভিন্নি ভাগে বভিক্ত হবে। প্রত্যকে প্রকারকে অনুরূপ প্রকাররে সাথে একত্রতি করা হবে। যালমে ও কাফরেদরেকেও অনুরূপ মানুষরে সাথে হাশর (একত্রতি) করা হবে, যমেনটি আল্লাহ বলনে: احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (ফরেশেতাদরেকে বলা হবে,) “জালমেদরেকে, তাদরে দোসরদরেকে ও তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদরে ইবাদত করত তাদরেকে একত্রতি (হাশর) করো।”[সূরা সাফ্ফাত: ২২-২৩] মুশরকি জ্ঞানীদরেকে মুশরকি জ্ঞানীদরে সাথে একত্রতি করা হবে। যালমিদরেকে যালমিদরে সাথে একত্রতি করা হবে। পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদরেকে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর সাথে হাশর করা হবে ইত্যাদি।

১০. এরপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামরে দকিে অন্ধকার করে দবিনে; আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। মানুষকে যতটুকু আলো দওেয়া হবে তারা এর সহায়তায় চলবে। এই উম্মতও চলতে থাকবে, তাদরে মাঝে মুনাফকিরা থাকবে। যখন তারা নজিদেরে আলোতে চলতে থাকবে তখন আলোচতি প্রাচীরটি স্থাপন করা হবে। যে প্রাচীররে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলনে:

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

“অতঃপর তাদরে (উভয় দলরে) মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা থাকবে। এর ভতিররে দকিে থাকবে রহমত এবং বাইররে দকিে থাকবে আযাব। তারা মুমনিদরেকে ডকেে বলবে: আমরা কি তোমাদরে সাথে ছলিাম না? মুমনিরা বলবে: হ্যাঁ (ছলিে), কন্তিু তোমরা নজিরোই নজিদেরেকে বপিদগ্রস্ত করছে ও সন্দহে পোষণ করছে। আর (মছিে) আশা তোমাদরেকে ধোঁকা দয়িছে। অবশষেে আল্লাহর আদশে এসে গয়িছে। (আসলে) মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদরেকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারতি করছে।” [সূরা হাদীদ: ১৩-১৪] আল্লাহ মুমনিদরেকে আলো দবিনে। ফলে তারা পুলসরিাতরে রাস্তা দখেতে পাবে। অন্যদকিে মুনাফকিদরেকে আলো দওেয়া হবে না। তারা কাফরেদরে সাথে থাকবে এবং জাহান্নামে পড়ে যাবে।

তারা হাঁটতে থাকবে এবং তাদের সামনে থাকবে জাহান্নাম। আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

১১. তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম পুলসিরাতে আসবেন। তিনি নিজের জন্য ও তাঁর উম্মতের জন্য প্রার্থনা করে বলবেন: 'হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!' এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। তাঁর উম্মতও পুলসিরাত অতিক্রম করবে। প্রত্যেকে তার আমল অনুপাতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। প্রত্যেকের কাছে তার আমল অনুপাতে আলো থাকবে। আল্লাহ যাকে ক্ষমা করবেন সে পেরিয়ে যাবে। আর তাওহীদধারীদের মধ্যে আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান সে জাহান্নামে পড়ে যাবে। এরপর যখন তারা জাহান্নাম অতিক্রম করবে তখন তারা জান্নাতের আঙিনায় এসে সমবেত হবে। অর্থাৎ যে আঙ্গিনাগুলোকে আল্লাহ ঈমানদারদের পারস্পরিক জুলুমের কিসাস (প্রতিশোধ) নেয়া ও তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করার জন্য প্রস্তুত করছেন। অবশেষে তারা এমন অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে যে তাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ নেই।

১২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে দরিদ্র মুহাজিরগণ। তারপর দরিদ্র আনসারগণ। তারপর এই উম্মতের দরিদ্ররা। ধনীদের বিলম্ব করা হবে। কারণ তাদের সাথে অন্যান্যদের হিসাব-নিকাশ থাকবে। তাদের সেই হিসাব নেওয়ার জন্য।[শাইখ সালিহ আলুশ শাইখ রচিত 'শারহুত ত্বহাভী' (পৃ. ৫৪২- শামেলা সংস্করণ) থেকে ঈষৎ পরিবর্তনসহ]

কোনো মানুষ মারা যাওয়ার সময় তার কাছে দু'জন শয়তান মা-বাবার আকৃতি ধরে বসে থাকে এবং তাকে ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসরণের নির্দেশ দিতে থাকে— এটি কি প্রমাণিত?

আমরা এমন কোনো সহিহ হাদীস জানি না যেখানে বলা হয়েছে যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে তার সামনে দু'জন শয়তান বাবা-মার আকৃতি নিয়ে বসে তাকে ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করে।

তবে কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ 'তাযকেরাহ' (পৃ. ১৮৫) গ্রন্থে বলেছেন: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: বান্দার মৃত্যুর সময় দুটি শয়তান তার কাছে বসে থাকে। একটি তার ডানে, অন্যটি তার বামে। তার ডানে যে শয়তান বসে সে বাবার আকৃতি ধারণ করে তাকে বলে: হে আমার ছেলে! আমি তোমার ব্যাপারে দয়ার্দ্র ছিলাম এবং তোমাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু তুমি খ্রিষ্টধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো; এটি সর্বোত্তম ধর্ম। তার বামে একটি শয়তান মায়ের আকৃতি নিয়ে বসে তাকে বলে: হে আমার ছেলে! আমার পেটে ছিলি তোমার জন্য আধার ছিলি। আমার স্তন ছিলি তোমার জন্য মশক। আর আমার উরু ছিলি তোমার পা রাখার স্থান। কিন্তু তুমি ইহুদি ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো; এটিই সর্বোত্তম ধর্ম।'[বর্ণনাটি ইবনু আবি যাইদের রিসালাতের একটি ব্যাখ্যায় আবুল হাসান আল-ক্বাবেসী উল্লেখ করেছেন। আবু হামেদ তার কাশফু উলূমিল

আখরিাহ গ্রন্থে ভাবার্থে এটি উল্লখে করছেনে]

তবে উক্ত বর্ণনার কোনো ভত্তিি নইে। তাই এর মাধ্যমে প্রমাণ পশে করা যায় না।

কন্তিু আদম সন্তানরে মৃত্যুর সময় শয়তান তার কাছে উপস্থতি হয়। তাকে বভি্রান্ত করার জন্য এই রূপে বা অন্য রূপে কাছে হাজরি হয়। আবু দাউদ (১৫৫২) ও নাসাঈ (৫৫৩১) বর্ণনা করনে: আবুল ইয়াসার রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতনে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি— চাপা পড়া থকেে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— উঁচু স্থান থকেে পততি হওয়া থকেে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— পানতিে ডোবা থকেে, আগুনে পোড়া থকেে এবং অতশিয় বার্ধক্য থকেে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে বভি্রান্ত করা থকেে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— আপনার পথে জহিাদরত অবস্থায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মৃত্যুবরণ করা থকেে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই— বষিাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যু থকেে।”[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহহিু আবি দাউদে সহহি হসিবেে গণ্য করনে]

খাত্তাবী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘মৃত্যুর সময় শয়তানরে দ্বারা বভি্রান্ত হওয়া থকেে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে এই যে: সে দুনয়িা থকেে বদিায় নওেয়ার সময় শয়তান তার উপর ভর করে তাকে বভি্রান্ত করা, তার মাঝে ও তাওবা করার মাঝে প্রতবিন্ধক হওয়া অথবা তাকে নজিকেে শুধরে নতিে অথবা কোনো যুলুম থকেে বরে হতে বাধা দওেয়া অথবা তাকে আল্লাহর রহমতরে ব্যাপারে নরিাশ করে তোলা অথবা সে মৃত্যু অপছন্দ করা ও দুনয়িার জীবনরে জন্য আফসোস করা। ফলে সে আল্লাহ তার জন্য যে মৃত্যু ও আখরিাতরে জীবনে স্থানান্তররে ফয়সালা করছেনে তাতে সন্তুষ্ট হবে না। ফলশ্রুতিতে তার খারাপ মৃত্যু হবে এবং সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট।

বর্ণতি আছে যে শয়তান আদম সন্তানরে উপর মৃত্যুর সময়রে চয়েে আর কোনো সময়ে এত বশেি চড়াও হয় না। শয়তান তার সহযোগীদরেকে বলে: তোমরা একে ধরো। আজকে তোমাদরে থকেে সে ছুটে গলেে আর ধরতে পারবে না।’[মা’আলমিুস সুনান (১/২৯৬) থকেে সমাপ্ত][দখেুন: আত-তাযকরোহ (পৃ. ১৮৫)]

ইমাম আহমদরে ছলেে সালহে বলনে: যখন আমার বাবার মৃত্যু ঘনয়িে এল তখন আমি তার কাছে বসলাম। আমার হাতে এক টুকরো কাপড় ছলি; যনে আমি সটেি দয়িে তার চোয়ালদ্বয় বাঁধতে পারি। তনিি ঘামতে লাগলনে। তারপর অস্বস্তি অনুভব করলনে। একবার চোখ খুলে হাত দয়িে ইঙ্গতি দয়িে বললনে: ‘এখনো না, এখনো না।’ এমনটি তনিবার বললনে!!

পরে আমি বললাম: বাবা, এই সময়টাতে আপনি কী বলছেলিনে? তনিি বললনে: ‘বৎস! তুমি কি জানো না?’ আমি বললাম: না।

তনিি বললনে: ‘ইবলসিরে উপর আল্লাহর অভশিাপ পড়ুক। সে আমার জুতার কাছে দাঁড়য়িে আঙুল কামড়াচ্ছে। সে বলছে: আহমদ, তুমি আমার থকেে ছুটে গছে! আমি বলছলিাম: না; যতক্ষণ না মরছ!ি’[ত্বাবাকাতুল হানাবলিাহ (১/১৭৫) থকেে সমাপ্ত]

কুরতুবী বলনে: আমাদরে শাইখ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে উমর আল-কুরতুবী আলকেজান্দ্রয়িার সীমান্তে থাকা অবস্থায় বলনে: আমি আমাদরে শাইখ আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরতুবীর মৃত্যুর সময় কর্ডোভায় উপস্থতি ছলিাম। তাকে বলা হচ্ছলি: আপনি বলুন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তনিি বলছলিনে: না, না। জ্ঞান ফরোর পর তাকে এ বষিয়ে জজ্ঞিাসা করা হলে তনিি বললনে: আমার ডানে ও বামে দু'জন শয়তান এসছেলি। একজন বলছলি: ইহুদি হয়ে মরো, এটি সর্বোত্তম ধর্ম। আরকেজন বলছলি: খ্রষ্টিান হয়ে মরো, এটি সর্বোত্তম ধর্ম। আমি তাদরেকে বলছলিাম: না, না। আমার জবাব তাদরে উদ্দশ্যে ছলি; তোমাদরে উদ্দশ্যে না।

আমি বলব: নকেকারদরে থকেে এমন ঘটনা অগণতি। এমন উত্তর শয়তানরে উদ্দশ্যে হয়ে থাকে; যে ব্যক্তি তাকে কালমিা তালকীন দচ্ছিনে তার উদ্দশ্যে নয়।’[আত-তাযকরোহ (পৃ. ১৮৭) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।